আমাদের সময়.কম
AMADERSHOMOY.COM

‘বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধুর পররাষ্ট্রনীতি চর্চা করছে’

আমাদের সময়.কম : ১৯/১১/২০১৫

মমিনুল ইসলাম : বাংলাদেশ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পররাষ্ট্রনীতি চর্চা করছে বলে জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রে কর্মরত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মাদ জিয়া উদ্দিন।

এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলে আঞ্চলিক যোগাযোগ, সমুদ্র বিরোধ এবং আঞ্চলিক নিরাপত্তা হুমকি বিষয়ে জাপানের কূটনীতি বিষয়ক সংবাদ মাধ্যম ‘দ্যা ডিপ্লোম্যাটকে দেয়া সাক্ষাতকারে তিনি এ কথা বলেন।

‘ডিপ্লোম্যাট’ ২০১৫ সালে এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের রাষ্ট্রদূতদের ব্যাতিক্রমী সাক্ষাতকার ‘ডিপ্লোম্যাট অ্যাসেস’ নামে সিরিজ আকারে উপস্থাপন করে আসছে।

সাক্ষাতকারে প্রত্যেক রাষ্ট্রের প্রেক্ষিতে বিভিন্ন আঞ্চলিক অথনৈতিক এবং নিরাপত্তা প্রবণতা তুলে ধরা হয়। এতে দক্ষিণ চীন সাগর বিরোধ থেকে শুরু করে বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয়। নিম্নে ডিপ্লোম্যাটের সাক্ষাতকারটি তুলে ধরা হলো।

ডিপ্লোম্যাট: বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলের সবচেয়ে বড় হুমকি কি? এই সমস্যা মোকাবেলায় আমরা কি করতে পারি?

জিয়াউদ্দিন : দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে সম্মিলিতভাবে দেড় বিলিয়নের ওপরে জনসংখ্যা রয়েছে। এরা সবাই কিছু না কিছু হুমকির সম্মুখিন। এর মধ্যে, দারিদ্রতা, জলবায়ু পরিবর্তন এবং সন্ত্রাসবাদ উল্লেখযোগ্য। একার পক্ষে এই হুমকি মোকাবেলা করা সম্ভব হবে না। তবে উন্নয়ন অংশীদারদের সাহায্য-সহযোগিতায় এ অঞ্চলের দেশগুলোর সম্মিলিত প্রচেষ্টায় তা সম্ভব। অভিন্ন সমৃদ্ধির লক্ষ্যে শিক্ষা এবং অর্থনৈতিক সহযোগিতার ওপর জোর দিয়ে সবাইকে একত্রে কাজ করতে হবে। এ দুই বিষয়ে দেশীয় এবং আঞ্চলিক উভয়ভাবেই অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে।

দ্রুত উন্নয়নের জন্য এ অঞ্চলে সড়ক, রেল, পানি, এবং আকাশ পথে ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা থাকা গুরুত্বপূর্ণ। ভাল যোগাযোগ ব্যবস্থা এসব দেশের মধ্যে গতিশীল ব্যবসা ও বাণিজ্য চাঙ্গা করতে পারে। এটা এসব অঞ্চলকে উগ্রবাদ এবং সন্ত্রাসবাদ থেকে মুক্ত করে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবেলা করে এবং এসব অঞ্চলে অন্যান্য সকল হুমকির চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে একটি আলোকিত ও সমৃদ্ধশীল জনগোষ্ঠি তৈরিতে সাহায্য করবে।

ডিপ্লোম্যাট: জাতিসংঘ আদালত ২০১৪ সালে ভারতের সঙ্গে আঞ্চলিক সমুদ্র বিরোধের মামলায় বাংলাদেশের পক্ষে রায় দেয়। এই বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক বিচার প্রক্রিয়ার সাথে বাংলাদেশের কাজের অভিজ্ঞতা কেমন ছিল? এবং এশিয়ায় অন্যান্য আঞ্চলিক দ্বি-পাক্ষিক বিরোধের ক্ষেত্রে কি এটা একটা দৃষ্টান্ত হতে পারে?

জিয়াউদ্দিন: পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের একটি নীতি বাক্য ‘সবার প্রতি বন্ধুত্ব কর, কারোর প্রতি বৈরিতা নয়’ তা আজকের দিনের জন্যও পররাষ্টনীতির ভিত। এমনইভাবে নিকটতম প্রতিবেশি ভারত এবং মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশ ভাল সম্পর্ক স্থাপন করেছে। এর মধ্যে ভারতে সঙ্গে আমাদের বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। কারণ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ থেকে পাকিস্তানের হানাদার বাহিনী গণহত্যা শুরু করলে ভারত আমাদের এক কোটি শরণার্থীকে আশ্রয় প্রদান করে এবং পরবর্তীতে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে সাহায্য করে।

অতএব, মিয়ানমার এবং ভারতের সঙ্গে আমাদের চমৎকার সম্পর্কের কারণে বাংলাদেশ এবং এ দুই বন্ধুত্বপূর্ণ দেশের মধ্যে সমুদ্র বিরোধের সীমানা নির্ধারণে আন্তর্জাতিক সালিশ আদালতের গৃহীত সিদ্ধান্ত বন্ধুত্ব এবং সমঝোতার চেতনায় সবাই স্বতস্ফূর্তভাবে গ্রহণ করেছে। এ রায় নীতিনিষ্ঠা এবং সালিশ পদ্ধতির শুদ্ধতার প্রতিফলন ও পুনর্ব্যক্ত করেছে। বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করে একটি অনুকূল পরিবেশের মধ্য দিয়ে এসব দেশের মধ্যে অন্যান্য সব সমুদ্র বিরোধও একই পদ্ধতিতে সমাধান করা যেতে পারে।

ডিপ্লোম্যাট: বাংলাদেশ প্রাকৃতিকভাবে 'বে অব বেঙ্গল ইনিশিয়েটিভ ফর মাল্টি সেক্টোরাল টেকনিকেল অ্যান্ড ইকনোমিক কো-অপারেশন' (বিআইএমএসটিইসি) এর অবিচ্ছেদ্য অংশ। আগামী বছরকে ঘিরে এই আঞ্চলিক সংগঠনকে কিভাবে দেখছেন এবং বাংলাদেশ তাতে কী ভূমিকা রাখবে?

জিয়াউদ্দিন: অন্যান্যদের চেয়ে আমাদের তথ্য প্রযুক্তি, যোগাযোগ প্রযুক্তি, বাণিজ্য ও ভ্রমণের অসাধারণ অগ্রগতি আমাদের বিশ্বকে একটি বৈশ্বিক গ্রামে রুপান্তরিত করেছে। এ অঞ্চলের দেশগুলো ও তার প্রতিবেশি অঞ্চলসমূহ এবং আরও দূরবর্তী অঞ্চলের মধ্যে সড়ক, রেল, পানি এবং আকাশ পথে যোগাযোগের উন্নয়ন বৃদ্ধি করে এই ধরনের অধিকাংশ লাভজনক কার্যক্রম সম্পন্ন করা সম্ভব হয়েছে। এই ক্রমবর্ধমান পরিবহন যোগাযোগ এবং তাদের সুবিধা প্রতিবেশি দেশগুলোর মধ্যে আঞ্চলিক সংগঠন প্রতিষ্ঠা ও নিয়ন্ত্রণ এবং দক্ষ, কার্যকরী এবং লাভজনক মিথস্ক্রিয়া তৈরি করতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে।

দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যকার একটি প্রাকৃতিক সেতু হিসেবে কৌশলগত অবস্থানের কারণে বাংলাদেশ এ সংগঠনের একই বা আরও বেশি প্রয়োজন অনুভব করেছে। একইভাবে ১৯৯৭ সালের ৬ জুন বিমেস্টেক প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাংলাদেশ ওতপ্রতোভাবে জড়িত। বিমস্টেক বাংলাদেশ, ভারত, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, থাইল্যান্ড, ভূটান এবং নেপালের সমন্বয়ে গঠিত। আমরা বিশ্বাস করি বিমেস্টেক তার সদস্যদের মাঝে ফলপ্রসূভাবে কার্যক্রম চালিয়ে যেতে সক্ষম হবে। পাশাপাশি সার্ক, আশিয়ান এবং আসেম (এশিয়া-ইউরোপ মিটিং) ও আরও দূরবর্তী জায়গায় এর ব্যাপ্তিকে পৌঁছাতে সক্ষম হবে।

বাংলাদেশের এমন ভূমিকার জন্য এটা স্পষ্ট যে, এটা বিমস্টেক হোক অথবা অন্য কোন আঞ্চলিক সংগঠন হোক বাংলাদেশের এমন কৌশলগত অবস্থান এ ভূমিকাকে নিশ্চিত করবে। এই অঞ্চল অথবা এর চেয়েও বৃহৎ অঞ্চলের অর্থনৈতিক কেন্দ্র স্থল হিসেবে বাংলাদেশের পক্ষে তা সহজ। বাংলাদেশ ঠিক একইভাবে শুধুমাত্র বিমস্টেক নয় সার্ক এবং আশিয়ানসহ সব দেশের উন্নয়নে ভূমিকা রাখবে।

ডিপ্লোম্যাট: বাংলাদেশ বিসিআইএম তথা বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমারেরও একটি অংশ। বাংলাদেশ কিভাবে এই অর্থনৈতিক গ্রুপে অবদান রাখতে পারে এবং এ অংশগ্রহণ থেকে বাংলাদেশ কি পাওয়ার আশা করে?

জিয়াউদ্দিন: বিসিআইএম বাংলাদেশ-চীন-ভারত-মিয়ানমার এ চার প্রতিবেশি দেশের মধ্যে সড়ক পথের মাধ্যমে ভৌত যোগাযোগের উন্নয়নে চমৎকারভাবে কাজ করছে। বাংলাদেশের ১৬০ মিলিয়ন জনসংখ্যার মার্কেট সোজা মধ্যম অবস্থায় পতিত হয়েছে। পশ্চিমে ভারতের ১.২ বিলিয়নের মার্কেট রয়েছে, উত্তরে চীনের ১.৪ বিলিয়নের মার্কেট এবং পূর্বে মিয়ানমারের ৭০মিলিয়নের মার্কেট রয়েছে। এ বিশাল মার্কেটের মধ্যে চমৎকার যোগাযোগের কারণেই এ চার দেশের মধ্যে একটি তীব্র অর্থনৈতিক কার্যক্রম অনিবার্য।

ডিপ্লোম্যাট: আপনার মতে, এশিয়ায় বাংলাদেশের অবস্থান এবং এর পররাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে সবচেয়ে ভূল ধারণা অথবা ভুল বুঝাবুঝি কি?

ইতোমধ্যেই উল্লেখ করা হয়েছে, বাংলাদেশের পররাষ্ট্রনীতি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের বাণীর ওপর প্রতিষ্ঠিত (সবার সঙ্গে বন্ধুত্ব কর, বৈরিতা নয়)। বাংলাদেশ ১৯৭১ সালে জন্মের পর থেকেই এই নীতি চর্চা করছে। যার ফলশ্রুতিতে এই অঞ্চল এবং পৃথিবীর সব দেশের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক স্থাপন করতে পেরে আমরা গর্বিত। বাংলাদেশ বিশ্বাস করে, এই ধরনের ভাল সম্পর্কের কারণ বাংলাদেশ সব দেশের পূর্ণাঙ্গ সহায়তা উপভোগ করছে এবং এ সম্পর্ক অপূর্ব পারস্পরিক স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করছে।